দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ১৩ JUL 2004
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

১৭ মেডিক্যাল কলেজে সাত শতাধিক শিক্ষকের পদ শূন্য

পিএসসির মাধ্যমে পদোন্নতি বাতিল হচ্ছে

॥ আবুল খায়ের ॥

সরকারি ১৭টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সাত শতাধিক শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপকের পদ ৯০ ভাগ। ফলে বিপুল সংখ্যক ডাক্তার উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে বছরের পর বছর পদোন্নতির অপেক্ষায় রয়েছেন। মেডিক্যাল কলেজগুলোতে চলছে শিক্ষকদের তীব্র সংকট। ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকের অভাবে বছরের পর বছর সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পাশাপাশি হাসপাতালগুলোতে আগত রোগীরা অনুরূপভাবে সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বর্তমান সরকারের আমলে চিকিৎসা শিক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে এবং চিকিৎসক সমাজের বহু বছরের পদোন্নতি নিয়ে বিরাজমান বৈষম্য ও হতাশা দূর করার লক্ষ্যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারের পদোন্নতি পদ্ধতি বাতিল করার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদফতর থেকে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ডিপিসি ও এসএসবির মাধ্যমে মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের দুই শীর্ষ কর্মকর্তা এর সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, বিভাগীয় ব্যবস্থাপনায় ডাক্তারদের পদোন্নতি হলে পিএসসির মাধ্যমে দলীয়করণের বিবেচনা, পদোন্নতি ও দুর্নীতির বাণিজ্য বন্ধ হবে। সংক্ষিপ্ত সময় ও হয়রানি ছাড়া ডাক্তাররা পদোন্নতি পাবেন বলে দুই শীর্ষ কর্মকর্তা অভিমত পোষণ করেন।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (মেডিক্যাল এডুকেশন) অধ্যাপক ডা. খন্দকার সিফায়েত উল্লাহ বলেন, ২৯টি ক্যাডার সার্ভিসের মধ্যে ২৮টি ক্যাডার সার্ভিসে ডিপিসি ও এসএসবির মাধ্যমে জ্যেষ্ঠতা, যোগ্যতা, (১৯শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

১৭ মেডিক্যাল কলেজে

(প্রথম পৃঃ পর)

মেধা ও অভিজ্ঞতা এবং বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পদোন্নতি দেয়া হয়ে থাকে। ১৯৮১ সাল থেকে স্বাস্থ্য ক্যাডার ছাড়া বাকি ক্যাডারদের পদোন্নতি দেয়া হয় বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির (ডিপিসি ও এসএসবি) মাধ্যমে। ২৯টি ক্যাডার সার্ভিসের মধ্যে স্বাস্থ্য ক্যাডার একটি অন্যতম বৃহৎ ক্যাডার। পিএসসির মাধ্যমে শুধু ডাক্তারদের পদোন্নতির বিষয়টি থাকার ফলে শূন্য পদ পূরণে বিভিন্ন কারণে বিলম্ব হতে থাকে। দুইজন সহকারী অধ্যাপকের পদ পূরণ করতে পিএসসির মাধ্যমে কমপক্ষে ছয় মাস অপেক্ষায় থাকতে হয়। এভাবে মেডিক্যাল কলেজসমূহে শিক্ষকদের পদ পূরণে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। শিক্ষকদের অভাবে শিক্ষা ও চিকিৎসা দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে পরিচালক অভিমত পোষণ করেন। তার মতে বাকি ২৮টি ক্যাডারের ন্যায় ডাক্তারদের পদোন্নতি বিভাগীয় কমিটির মাধ্যমে দেয়া হলে ছাত্র-ছাত্রীরা সুশিক্ষা এবং রোগীরা চিকিৎসা পাবেন। পিএসসির মাধ্যমে বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারের সহকারী অধ্যাপক, সিনিয়র কনসালটেন্ট, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দে[illegible] হয়। অন্যান্য ক্যাডারের ন্যায় স্বা[illegible] ক্যাডারের কর্মকর্তারা বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এরপর থেকে স্বাস্থ্য ক্যাডার ছাড়া বাকি ক্যাডারের কর্মকর্তারা বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির মাধ্যমে পদোন্নতি পেয়ে থাকেন। ঐ সময় পিএসসির মাধ্যমে ডাক্তারদের পদোন্নতির বিষয়টি ন্যায়বিচারের স্বার্থে রাখা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে পিএসসির মাধ্যমে ডাক্তারদের পদোন্নতির বিষয়টি প্রাধান্য পায় দলীয়করণ ও লেনদেনের বাণিজ্যের রেটের ওপর। সেখানে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও মেধার কোন মূল্যায়ন করা হয় না বলে চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে অভিযোগ বিদ্যমান। ক্ষতিগ্রস্ত ডাক্তারদের পক্ষ থেকে ন্যায়বিচারের স্বার্থে আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়। এইসব কারণে মেডিক্যাল কলেজসমূহে যোগ্য, অভিজ্ঞ ও মেধাসম্পন্ন শিক্ষকদের শূন্যতা বাড়তে থাকে। বর্তমানে এই পরিস্থিতি প্রকট আকার ধারণ করেছে। পিএসসি শুধু মৌখিক পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে ডাক্তারদের পদোন্নতি দিয়ে আসছে। এই পদ্ধতিতে শুধু দলীয় ডাক্তারগণ লাভবান হয়ে আসছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। মেডিক্যাল কলেজগুলোতে দলীয় বিবেচনায় ডাক্তারদের পদোন্নতি পাওয়া অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য শিক্ষকদের সংখ্যাই সর্বাধিক বলে স্থানীয় স্বাস্থ্য প্রশাসনের কর্মকর্তারা দাবি করেছেন।

মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের শীর্ষ কর্মকর্তারা ডাক্তারদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে দীর্ঘ বিলম্ব ও বিরাজমান বৈষম্য ও হয়রানি মুক্ত করতে বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারের একাডেমিক পদসমূহের (সহকারী অধ্যাপক, সিনিয়র কনসালটেন্ট, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক) পদোন্নতি ডিপিসি ও এসএসবির মাধ্যমে প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয় বলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাগণ জানান। প্রয়োজনে ডাক্তারদের বিভাগীয় পদোন্নতির ক্ষেত্রে একটি সার্বজনীন নীতিমালা প্রণয়ন করার বিষয়ে এক শীর্ষ কর্মকর্তা গুরুত্ব দিয়েছেন। সময়মত পদোন্নতি না পেয়ে ৯০ ভাগ ডাক্তার চাকরি জীবনে চলতি দায়িত্বে পদোন্নতি পেয়ে অবসর গ্রহণ করেন। চলতি দায়িত্বে পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোন আর্থিক সুবিধা নেই। এই চলতি দায়িত্ব ডাক্তারদের ক্ষেত্রে একটি অভিশপ্ত অধ্যায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে শূন্য পদ পূরণের উদ্যোগ না নেয়ায় এই মেডিক্যাল কলেজগুলোতে শূন্য পদের সংখ্যা বেড়ে গেছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. শাহ মনির হোসেন বলেন, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসা শিক্ষার করুণ অবস্থা রোধকল্পে পিএসসির মাধ্যমে ডাক্তারদের পদোন্নতির বিষয়টি নিয়ে বের হয়ে আসার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির মাধ্যমে ভারত, পাকিস্তানসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে ডাক্তারদের পদোন্নতি দেয়া হয়ে থাকে বলে মহাপরিচালক জানান।